কালের কণ্ঠ

তারিখ 11 JUL 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

একাদশে ভর্তির তৃতীয় মেধাতালিকা

বোর্ডের প্রত্যাশা অনুযায়ী আবেদন জমা পড়েনি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

একাদশে ভর্তীচ্ছু শিক্ষার্থীদের তৃতীয় মেধাতালিকার জন্য আবেদনের সময়সীমা শেষ হয়েছে গতকাল শুক্রবার রাত ১২টায়। যেসব শিক্ষার্থী প্রথম মেধাতালিকায় মনোনীত হয়ে ভর্তি হয়নি এবং আবেদন করা সত্ত্বেও যারা এখনো কোনো মেধাতালিকায় মনোনীত হয়নি তাদের তৃতীয় তালিকার জন্য আবেদন করতে বলা হয়েছিল। এতে সর্বোচ্চ ১০টি কলেজ পছন্দের সুযোগ পেয়েছে শিক্ষার্থীরা। কিন্তু গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত মাত্র ৯২ হাজার আবেদন পড়েছে বলে আন্তশিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে। অথচ আবেদন পড়ার কথা ছিল দুই লাখের ওপরে। কারণ এখনো দুই লাখ ১৬ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তির বাইরে রয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট মো. মনজুরুল কবীর

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

বোর্ডের প্রত্যাশা অনুযায়ী আবেদন জমা পড়েনি

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সারা দেশের ১০ শিক্ষা বোর্ডে ৯২ হাজার আবেদন পড়েছে। রাত ১২টা পর্যন্ত আরো প্রায় ২০ হাজার আবেদন পড়তে পারে। তবে যে পরিমাণ আবেদন পড়ার কথা ছিল তা পড়েনি। আমরা আগামীকাল (আজ শনিবার) ফল প্রকাশ করব। আশা করছি সন্ধ্যার আগেই তৃতীয় মেধাতালিকা প্রকাশ করতে পারব।'

আন্তশিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, প্রথম মেধাতালিকার জন্য আবেদন করেছিল প্রায় ১১ লাখ ৫৬ হাজার শিক্ষার্থী। তাদের মধ্য থেকে মনোনীত করা হয়েছিল ১০ লাখ ৯৩ হাজার শিক্ষার্থীকে। সেখান থেকে ভর্তি হয় ৯ লাখ ২৩ হাজার শিক্ষার্থী। ফলে প্রায় এক লাখ ৭০ হাজার শিক্ষার্থী সুযোগ পেয়েও ভর্তি হয়নি। তাদের তৃতীয় মেধাতালিকার জন্য আবেদন করার কথা। আর প্রথম মেধাতালিকা থেকে বাদ পড়ে প্রায় ৬২ হাজার শিক্ষার্থী। এর মধ্য থেকে দ্বিতীয় মেধাতালিকায় সুযোগ পায় মাত্র ১০ হাজার শিক্ষার্থী। ফলে ৫২ হাজার শিক্ষার্থীকে কলেজ খুঁজে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাদেরও আবেদন করার কথা তৃতীয় তালিকার জন্য। সেই হিসাবে দুই লাখ ২২ হাজার শিক্ষার্থী ছিল তৃতীয় তালিকার জন্য। যদিও এর মধ্যে মাইগ্রেশনের মাধ্যমে প্রায় সাত হাজার শিক্ষার্থী কলেজ খুঁজে নিয়েছে। ফলে দুই লাখ ১৬ হাজার শিক্ষার্থী কোনো ধরনের ফি ছাড়াই তৃতীয় মেধাতালিকায় আবেদন করার সুযোগ পায়।

কিন্তু গতকাল সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত আন্তশিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিল হতাশা। কারণ তাঁদের প্রত্যাশা অনুযায়ী আবেদন পড়েনি। যদিও গত বৃহস্পতিবার আবেদন শুরুর সময়ই সাড়ে তিন ঘণ্টার মতো ওয়েবসাইটে কারিগরি জটিলতা ছিল। কিন্তু গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে আবেদন পড়ার ধীরগতি লক্ষ করা যায়। ফলে কারিগরি জটিলতার কারণে তৃতীয় মেধাতালিকার জন্য সময়সীমা বাড়ানোরও প্রয়োজন মনে করেনি আন্তশিক্ষা বোর্ড।

এসব বিষয়ে ঢাকা আন্তশিক্ষা বোর্ডের সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষার্থীরা আবেদন না করলে তো আমাদের কিছু করার নেই। অনেক বেশি আবেদন পড়ার কথা ছিল, কিন্তু পড়েনি। তবে তৃতীয় মেধাতালিকার জন্য আমরা সময় বাড়াচ্ছি না। শনিবারই ফল দেওয়া হবে, যাতে রবিবার নির্দিষ্ট সময়েই শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারে।'

জানা যায়, তৃতীয় মেধাতালিকায় মনোনীত শিক্ষার্থীদের আগামীকাল রবিবারই ভর্তি হতে হবে। আর যেসব শিক্ষার্থী আগে অনলাইন বা এসএমএসের মাধ্যমে আবেদন করেনি তারা শূন্য আসনের বিপরীতে ১৩ থেকে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে অনলাইনে চতুর্থ মেধাতালিকার জন্য আবেদন করতে পারবে। তাদের ফল প্রকাশ করা হবে ২৩ জুলাই। তারা বিলম্ব ফি ছাড়াই ২৫ ও ২৬ জুলাই ভর্তি হতে পারবে। কিন্তু যারা তৃতীয় মেধাতালিকায় আবেদন করা থেকে বিরত রয়েছে তাদের এই চতুর্থ তালিকায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা নেই।

এসব বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, 'কোনো শিক্ষার্থীই ভর্তির বাইরে থাকবে না। কেউ যদি শেষ সময়ে এসেও সুযোগ চায় তাহলেও আমরা চিন্তা করব। যেহেতু অনেক শিক্ষার্থী সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় তালিকার জন্য আবেদন করেনি, তাই তাদের কিভাবে চতুর্থ তালিকায় সুযোগ দেওয়া যায় সে চিন্তা আমরা করছি। তবে চতুর্থ তালিকায় যারা আবেদন করবে তারা নতুন আবেদনকারী, তাদের আবেদন ফি লাগবে। কিন্তু যারা আগে আবেদন করে ভর্তি হয়নি তারা তো একবার ফি দিয়েছে। তাই তাদের কিভাবে একসঙ্গে আবেদনের সুযোগ দেব সেটাও চিন্তা করতে হচ্ছে। তবে কেউ শেষ সময় পর্যন্তও ভর্তি হতে চাইলে সুযোগ পাবে, সে চিন্তাভাবনা আমাদের মাথায় আছে।'